গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সমন্বয়-২ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(www.mochta.gov.bd)

বিষয়ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরনী।

সভাপতিঃ জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি
সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

সভার তারিখ ঃ ০৪/০৮/২০১৫ খ্রিঃ
সভার সময় ঃ বেলা ১১টা।
সভার স্থান ঃ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।
উপস্থিতি ঃ পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে উপসচিব (সম-২) কর্তৃক গত সভার কার্যবিবরনী সভায় পাঠ করে শুনানো হয় যা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়। অতঃপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ০৪-০৯-২০১৪ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনাসমূহের অগ্রগতি সভায় পর্যায়ক্রমে আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত নির্দেশনা	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাগণ/কর্তৃপক্ষ
১.	পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীদের দেশের অন্যান্য অঞ্চলের নাগরিকদের মতো ভূমির উপর তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।	ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনটি সংশোধনীসহ খসড়া আকারে মন্ত্রিসভার চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় হতে গত ০৪/০৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনটি বাস্তবে রূপদানের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	যুগ্মসচিব (সমন্বয়), পাচবিম; ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।
২.	তিন পার্বত্য জেলায় প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ, প্রাইমারী স্কুল আধুনিকায়ন, আবাসিক স্কুল নির্মাণ এবং কোন কোন জায়গায় স্কুল তৈরী করা যাবে তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।	১)তিন পার্বত্য জেলায় ১১৬টি নতুন প্রাইমারী স্কুল স্থাপনের, ২১৭টি জরাজীর্ণ স্কুল মেরামতের ও ১৩১টি বেসরকারি স্কুল জাতীয় করণের এবং ইউএনডিপি প্রতিষ্ঠিত ২২৮টি বেসরকারি স্কুল জাতীয়করণের জন্য ২৫/০৬/২০১৫ ইং তারিখে সভার মাধ্যমে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। ২)খাগড়াছড়ি জেলায় নির্মিত তিনটি আবাসিক ছাত্রাবাস চালুর লক্ষ্যে প্রাথমিক ও	১) তিন পার্বত্য জেলায় ১১৬টি নতুন প্রাইমারী স্কুল স্থাপনের, ২১৭টি জরাজীর্ণ স্কুল মেরামতের ও ১৩১টি বেসরকারি স্কুল জাতীয় করণের এবং ইউএনডিপি প্রতিষ্ঠিত ২২৮টি বেসরকারি স্কুল জাতীয়করণের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। ২) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্মিত খাগড়াছড়ি জেলার	(১) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়; যুগ্মসচিব/উপসচিব(উন্নয়ন), পাচবিম, ২) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়;

		গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জনবল নিয়োগসহ প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না পাওয়া পর্যন্ত বান্দরবান জেলার ও রাঙ্গামাটি জেলার ০৪টি করে আবাসিক ছাত্রাবাস যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে সেভাবে জেলা পরিষদের নিজস্ব অর্থায়নে ঐগুলি পরিচালনার জন্য খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদকে অনুরোধ করা হয় ইউএনডিপি প্রতিষ্ঠিত ২২৮টি বেসরকারী স্কুল জাতীয়করণের বিষয়ে গত ১৩/০৭/২০১৫ ইং তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় এ সকল স্কুল জাতীয়করণের বিষয়ে একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে একটি যাচাই-বাছাই কমিটি গঠিত হয়েছে বলে জানা যায়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সভায় অনুপস্থিত থাকায় অন্য দুটি বিষয়ে কোন অগ্রগতি জানা গেল না।	০৩টি বান্দরবানের ০৪টি ও রাঙ্গামাটি জেলার ০৪টি সহ মোট ১১টি আবাসিক ছাত্রাবাস চালুর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগসহ প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়। এ দুটি বিষয়ে উন্নয়ন অনুবিভাগ থেকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে পত্র দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৩) খাগড়াছড়ি জেলায় নির্মিত তিনটি আবাসিক ছাত্রাবাস চালুর লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জনবল নিয়োগসহ প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না পাওয়া পর্যন্ত বান্দরবান জেলার ও রাঙ্গামাটি জেলার ০৪টি করে আবাসিক ছাত্রাবাস যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে সেভাবে জেলা পরিষদের নিজস্ব অর্থায়নে ঐগুলি পরিচালনার জন্য খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদকে অনুরোধ করা হয়	যুগ্মসচিব/উপসচিব(উন্নয়ন), পাচবিম, ৩) চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি।
৩.	তিন জেলায় কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিক স্থাপন,	০৪/০৮/২০১৫ তারিখের সভায় উপস্থিত তিন পার্বত্য জেলার সিভিল সার্জনগণ জানান বান্দরবানে প্রস্তাবিত কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা ১০৩টি এর মধ্যে ৬৭টি ক্লিনিক স্থাপন ও চালু করা হয়েছে এবং ১২টি ক্লিনিকের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। রাঙ্গামাটিতে প্রস্তাবিত ক্লিনিকের সংখ্যা ১৪৭টি, ইতোমধ্যে চালু হয়েছে ৪৫টি ও নির্মাণাধীন রয়েছে ৪৩টি। খাগড়াছড়ি জেলায় প্রস্তাবিত ক্লিনিকের সংখ্যা ১৫৩টি, এর মধ্যে নির্মিত ও চালু আছে ৬৭টি। এখনো কাজ আরম্ভ হয়নি ৮৬টির। সভার সভাপতি মহোদয় বলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা পরিদর্শণকালে দেখা গিয়েছে অনেক ক্লিনিক সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছেনা।	১)চলমান ক্লিনিকগুলো সুষ্ঠুভাবে কার্যকর রাখার জন্য তিনজেলার সিভিল সার্জনকে অনুরোধ করা হয়। ২) প্রস্তাবিত ও নির্মাণাধীন কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো দ্রুত নির্মাণপূর্বক চালুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। ০২ নং সিদ্ধান্তের বিষয়ে এ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন অনুবিভাগ থেকে ও তিন জেলা পরিষদ থেকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	(১) সিভিল সার্জন, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান; (২) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয় যুগ্মসচিব/উপসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম; মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান জেলা পরিষদ;